দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 17 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৩ ......

৩০% মহিলা শিক্ষকের শর্ত শিথিলে অভিনন্দন

মাদ্রাসায় শতকরা ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত প্রত্যাহার করুন

—ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

মাদ্রাসা শিক্ষায় শতকরা ৩০% মহিলা নিয়োগের শর্ত শিথিল করায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পৃথক বিবৃতিতে তারা বলেন, মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তারা মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত রহিত করার দাবী করেছেন। ইসলামী ফ্রন্ট [illegible] ঐক্যজোট ফ্রন্টের মহাসচিব মাওলানা আবদুল মতিন বলেছেন,

১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত শিথিল করায় বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ইসলামের আদর্শ এবং বাস্তবতার নিরিখে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে ৩০% নয় বরং শতকরা ১০০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত আরোপ করলেও তা হবে ইসলামসম্মত। পুরুষদের মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি একদিকে যেমন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তেমনি এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের আকাঙ্ক্ষাবিরোধীও। সুতরাং মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত সম্পূর্ণ রহিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের আমীর হাফেজ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আলীয়া মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলক ৩০ ভাগ শিক্ষক নিয়োগ কোটা শিথিল করে তৌহিদী জনতার দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী পূরণ করেছে। এজন্য তিনি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টাকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ইসলামী শরীয়ত ও নীতি-নৈতিকতার দিক বিবেচনা করে মাদ্রাসাসমূহে ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশটি ছিল মূলত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার এক গভীর চক্রান্ত। তিনি পুরুষ মাদ্রাসায় শতভাগ পুরুষ ও মহিলা মাদ্রাসায় শতভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করার জোর দাবী জানান। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর ফাযিল-কামিল নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। এর পূর্ব পর্যন্ত ফাজিল-কামিল মাদ্রাসার সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের ওপর ন্যস্ত করার আহ্বান জানান।

আহলে হাদীছ আন্দোলন

আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত আমীর প্রিন্সিপাল আবদুস সামাদ সালাফী, নায়েবে আমীর ড. মুহাম্মদ মোছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং আহলে হাদীছ যুবসংঘের সভাপতি এ এস এম আজিজুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ প্রমুখ নেতা সরকারের এই পদক্ষেপকে মাদরাসা শিক্ষার মৌলিক আদর্শবাহী বলে উল্লেখ করেন। তারা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাসে ৩০% মহিলা কোটার সিদ্ধান্ত শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও বাস্তব ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে সারাদেশের আলেম সমাজের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মাদরাসা শিক্ষার আসল রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। তারা দাবী আদায়ে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের যথাযোগ্য ভূমিকার জন্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতিও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

ইসলামী ছাত্রশক্তি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আজিজুর রহমান এক বিবৃতিতে মাদ্রাসায় ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ কোটা বাতিল করায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা বলেন, নৈতিক চরিত্র গঠনের সূতিকাগার মাদ্রাসাসমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধান প্রকৃত মাদ্রাসা শিক্ষার আদর্শবিরোধী। নেতৃদ্বয় বলেন, মাদ্রাসাসমূহে ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক কোটা শিথিল করায় মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষার দ্বীনি পরিবেশ রক্ষা হবে। নেতৃদ্বয় আপাতত ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহকে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত [illegible]